ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

অতিথি সম্পাদকদের কথা

দারিদ্র্য মানুষের মনকে সংকুচিত করে, শৃঙ্খলিত করে, হার মেনে নিতে স্বীকার করায়। আর দিনের পর দিন অতিদারিদ্র্যতা মানুষের ভেতরকার বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তিকে পাশবিকতভাবে জাগিয়ে তোলে। চতুর্দিকে সীমাহীন কঠোর বাস্তব আর সবার কাছ থেকে নির্মম ব্যবহার এবং অতিদরিদ্র মানুষগুলোকে বাধ্য করে চাখতে চরম অসহায়ত্বের তেতোা স্বাদ। বেঁচে থাকার ঐ অমানুষিক মুহূর্তগুলোতে কোন পরিকল্পনা, ইচ্ছা, স্বাদ, সুযোগ তো দূরে থাক, কোন সুস্থ স্বাভাবিক রীতি নীতি বা দর্শনও হাস্যকর। সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা যা শেখায় তার কিছুই প্রয়োগ করা যায় না ঐ অনাহারী, নির্ঘুম, সহায় সম্বলহীন দিনগুলোতে। এই চরম অভিজ্ঞতা যে কোনদিন উপলব্ধি করেননি তার কাছে এর বর্ণনা অর্থহীন। দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদেরা, দেশী বিদেশী কোটি টাকা দামের উপদেষ্টারা আর ময়দান কাঁপানো রাজনীতিবিদেরা দারিদ্র্য বিমোচনের ভূরি ভূরি সমাধান দেন। কিন্তু তাদের কাছে আসলে দরিদ্র কে একথাটি জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংজ্ঞা আছে কে দরিদ্র সে ব্যাপারে। তারা মনে করেন দেশের উন্নতি হলে দেশে আর কেউ গরিব থাকবে না। সে যে কত হাস্যকর তা বলাই বাহুল্য। নেতা আসে, নেতা যায়, নেত্রী আসে, নেত্রী যায়, ঋতু আসে ঋতু যায়, কিন্তু দেশের অর্ধেক মানুষের জীবনে কোন পরিবর্তন তো হয়ই না, বরং আরও চেপে বসে সংসার চালানোর জোয়ালের ভার। তারা বুঝতে অক্ষম যে একজন অতিদরিদ্র মানুষকে কোন দান না দিয়ে বরঞ দেয়া উচিৎ সামান্য ঋণ পাবার সুবিধা। নিজের বেঁচে থাকার তাগিদেই ঐ মানুষ সেই ঋণ কাজে লাগাবে এবং সময়মতো তার ঋণ পরিশোধ করবে।

অথচ এই সহজ বাস্তব সত্যটা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের দেশেরই এক সন্তান - তিনি ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস। ঐ জোবরা গ্রামের সুফিয়ার কাছ থেকে নির্মম বাস্তবতার যে পরিস্কার ধারণা তিনি পেয়েছিলেন তা কোন সেমিনার কনফারেন্স কেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও শেখা যায় না। চিরাচরিত ব্যাংকিং পদ্ধতিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে তিনি গড়ে তুললেন গ্রামীণ ব্যাংক। ছোট অথচ সহজ এক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত এই ব্যাংক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিচ্ছে অহরহ অতিদরিদ্র মানুষগুলোর জীবনে। যে মানুষগুলো ব্যাংক কি তাই বোঝে না, সেখানে গিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করা তো বহু দূরের কথা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের বুঝিয়ে ঋণ দিয়ে আসা সেকি চাট্টিখানি কথা? যার কোন স্থাবর সম্পত্তিই নেই জামিন দেবার মতো, যে কোন দিনও কোন ঋণ নেয়নি অথচ সেই হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রথম সারির যোগ্য ঋণ গ্রহিতা! আশ্চর্য অথচ সত্যি।

মানুষ তো মানুষেরই জন্য। তাই যখন কোন মানুষ তার নিজের গন্ডির বাইরে গিয়ে আরো বহু মানুষের উপকারে আসে তখনই সে হয় সত্যিকারের মানুষ, আলোকিত মানুষ। ডঃ ইউনুস এখন আর কোন ব্যক্তি নন। তিনি এখন একটি প্রতিষ্ঠান, আলোকিত প্রতিষ্ঠান। কোন মানুষের জীবদ্দশায় এই পর্যায়ে পৌঁছানো এক বিরল ঘটনা। আর আমাদের মতো দেশের জন্য সে তো এক অতি বিরল ঘটনা।

উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বে আর সব দেশের মতো বাংলাদেশেও আমরা রাজনীতি সযত্নে এড়িয়ে চলতে চাইলেও রাজনীতি আমাদের ছাড়ে না। বেশির ভাগই ব্যক্তিকেন্দ্রীক, স্বার্থপর, লোভী আর চরম ধাপ্পাবাজ রাজনীতিবিদেরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে সামান্য ক্ষমতা নিয়ে। খবরের কাগজে বা টিভিতে কার চেহারা কতবার দেখা গেল তা নিয়েই তাদের বিতর্ক। সত্যিকারের বুঝদার নেতৃত্ব দেশে এখনও অনুপস্থিত, তা সে বর্তমান সরকার থেকেই হোক, বা অতীতের সরকারগুলো থেকেই হোক। এমতাবস্থায় স্বভাবতই মানুষ খোঁজে আলোকিত মানুষ, আলোকিত নেতৃত্ব এবং এ কারণেই ডঃ ইউনুসের নাম উচ্চারিত হয়েছে বহুবার। ডঃ ইউনুস বরবারই রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন সযতনে। তার এই নিরপেক্ষতা তাকে করে তুলেছে আরো জনপ্রিয়, আরো গৌরবময়। এবারও আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম রাজনীতি প্রসঙ্গে। তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তার এই আচরণ আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমরা শ্রদ্ধার সাথে ঐ জাতীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থেকেছি।

আমাদের দেশে গৌরব করার মত বহু কিছু আছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা আছে, আমাদের গান আছে, কবিতা আছে, আছে ভাস্কর্য, ছবি, অগুনিত বই। আমাদের আরো এক আছে যা এ বিশ্বের আর কারো নেই - আমাদের আছে এক ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস। ❐

আজাদুল হক ও কামরুল ইসলাম
হিউস্টন, টেক্সাস

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস : গড়ে তুলছেন এক দারিদ্র্যহীন বিশ্ব

ফারহাদ আমীন

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে প্রফেসর ইউনুস যখন জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প শুরু করেন, উনি বোধকরি কল্পনাও করতে পারেননি যে তিনি এবং তার সংগঠন সারা বিশ্বে কি ভীষণ প্রভাব ফেলবে। তার গুটি কয়েকজন চিটাগাং ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীর একটি এ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট হিসেবে যা শুরু হয়েছিল সময়ে তাই কলেবরে বর্ধিত হয়ে রূপ নেয় এক বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ দাতা সংস্থা হিসেবে, যা মুক্ত করে লক্ষ কোটি দরিদ্র মানুষেকে, বিশেষ করে নারীদের দারিদ্রতার হাত থেকে। এই ২০০৫ সাল আন্তর্জাতিক ক্ষদ্রঋণ বর্ষ, একটি উপযুক্ত সময় এই বিশাল মানুষটির জীবন, কর্মকাণ্ড এবং কৃতিত্বের ওপর আলোকপাত করার।

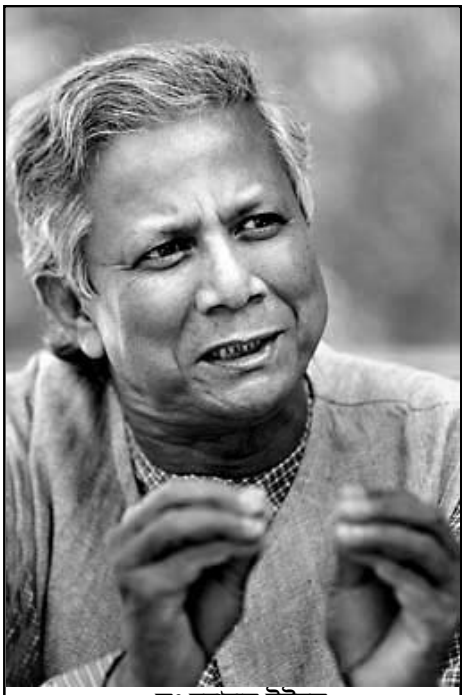

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

প্রথম বছর গুলোতে

১৯৪০ সালের আঠাশে জুনে চিটাগাং-এ জন্মগ্রহণ করা মোহাম্মদ ইউনুস ছিলেন তের ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয়, যদিও তার পাঁচ ভাইবোন শিশু অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। চিটাগাং-এর একটি পুরাতন বাণিজ্য এলাকায় তারা বাস করতেন যেখানে তার পিতা, একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ, একটি অলংকারের ব্যবসা করতেন। দরিদ্র এবং সহায় সম্বলহীন মানুষের প্রতি তার মায়ের উৎকণ্ঠা তার তরুণ হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) এবং এমএ ডিগ্রী নেবার আগে তিনি চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুল এবং চিটাগাং কলেজে পড়াশোনা করেছেন। তিনি সাফল্যের সাথে একটি প্রিন্টিং এবং প্যাকেজিং এর ব্যবসা চালিয়েছেন। ১৯৬৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন ফুলব্রাইট স্কলারশীপ নিয়ে এবং ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি অর্জন করেন। মিড্‌ল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করাকালীন অবস্থায় পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে নির্বিচারে হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে জনমত গঠন করার ব্যাপারে তিনি প্রবাসী বাঙালিদের মধ্য থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পরপরই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

শিক্ষা থেকে কাজ

১৯৭২ সালে প-ানিং কমিশনে অল্প কিছুদিন কাজ কার পর প্রফেসর ইউনুস চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন যেখানে তিনি একটি গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি প্রকল্প শুরু করেন। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে চিটাগাং এবং ঢাকার রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের তিলে তিলে মৃত্যুবরণ দেখে নিজের শিক্ষকতা সম্পর্কে তার মোহমুক্তি ঘটে। ঐ মুহূর্তে অর্থনীতির ক্লাবে তিনি যা পড়াচ্ছিলেন তার সাথে বাস্তবে এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর অনাহারে মৃত্যুবরণের ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। তার চারপাশে মানুষের এই চরম দুর্দশা ও দারিদ্রতার কারণগুলো ভালো করে বোঝার জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন - চিটাগাং ইউনিভার্সিটি গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। তার সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে তিনি চলে যান ইউনিভার্সিটির পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামে, ঐ গ্রামবাসীদের সাথে কথা লতে এবং তাদের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে। ঐ গ্রামবাসীদের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও তিনি 'নবযুগ তেভাগা খামার' নামে একটি পরীক্ষামূলক কৃষিমুখী সমবায় গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার এই অভিনব সেচ প্রকল্প, যার জন্য প্রফেসর ইউনুস রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান, গ্রহণ করে এবং অনুকরণ করে।

তেভাগা প্রকল্পে সাফল্য আসা সত্ত্বেও প্রফেসর ইউনুস উপলব্ধি করেন যে, এটা হতদরিদ্র ও ভূমিহীন মহিলাদের প্রকৃত অবস্থাকে চিহ্নিত করেনি। ১৯৭৬ সালে তার এমনি এক নিয়মিত পরিদর্শন কালে তিনি পরিচিত হন সুফিয়া বেগম নামে এক বাঁশের মোড়া প্রস্তুতকারীর সাথে। ব্যবসায়ের কাঁচামাল কেনার জন্য সুফিয়াকে হয় অতি উচ্চহারে টাকা ধার করতে হতো অথবা বাজারের ন্যায্যমূল্যের চেয়ে অনেক কমে তার প্রস্তুতকৃত জিনিস বিক্রি করতে হতো। এ দুটোর যে কোন পন্থাতেই সে যা পেতো তা কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। তাই সুফিয়া এবং তার মতো অন্যান্যরা কখনোই যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতে পারতো না যা দিয়ে তারা সময়ের সাথে সাথে তাদের ব্যবসা বাড়াতে পারতো। ঋণ পাবার এই অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সত্যিকার অর্থে বহু গ্রামবাসীদের ফাদে আটকে রাখে এবং দারিদ্রের শেকল হাত বদল হয় বংশ থেকে বংশে। ডঃ ইউনুস তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাজারের চলতি হারে ক্ষুদ্রঋণ পাবার সামান্য সুবিধা কি প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে এই দরিদ্র মানুষগুলোর জীবনে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ডঃ ইউনুসের নিজস্ব অর্থ থেকে ঋণ নিয়ে প্রথম প্রকল্প শুরু হল ৪২ জন গ্রহীতার মাঝে ৮৫৬ টাকা করে ঋণ বিতরণ করে। তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে ঋণ গ্রহিতারা যেন তাদের সাধ্যমতো যখন যেভাবে পারে এই ঋণ পরিশোধ করে। জোবরার ঋণ গ্রহীতারা তাদের ঋণ পরিশোধ করার পর ডঃ ইউনুস স্থানীয় জনতা ব্যাংকে গিয়ে অনুরোধ করেন এই গ্রামবাসীদের ঋণ সুবিধা দেবার জন্য। তবে এই ব্যাক কোন জামিন ছাড়া মোটেই আগ্রহী ছিল না এদের ঋণ দিতে কারণ তাদের সংজ্ঞায় এই গ্রামবাসীরা ছিল ঋণ প্রদানের অযোগ্য। বাণিজ্যিক এই ব্যাংকারদের রাজি করাতে না পেরে শেষমেষ ডঃ ইউনুস নিজেই জামিনদার হয়ে

আরও বড় অংকের ১০,০০০ টাকার ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করলেন আরো বড় একটি ঋণ গ্রহিতা দলের মধ্যে। এই কিস্তির ঋণ সফলভাবে পরিশোধের পরে ব্যাংকাররা সন্দেহমুক্ত হলেন না এই বিশ্বাস করে যে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে মূলত স্থানীয়ভাবে ডঃ ইউনুসেরর ব্যক্তিগত সুনামের ওপর ভিত্তি করে। তবে যাই হোক ব্যাংকাররা এই ব্যবস্থা মতে শেষে রাজী হলেন ঋণ দিতে তবে অন্য এক লোকালয়ে। কৃষি ব্যাংকের সাথে কাজ করে ডঃ ইউনুস তার সহকর্মী এবং ছাত্রদের নিয়ে টাঙ্গাইলে এই ঋণ প্রদান ও পরিশোধের প্রক্রিয়া আবারো সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের প্রতিটি ধাপ বদলে দেয় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের কার্যকরী কাঠামো কারন এর সংগঠকরা দীক্ষা নিচ্ছিলেন এর ভুল ত্রুটির এবং সাফল্যের মধ্য দিয়েই। যেমন অন্যতম প্রধান পরিবর্তন করা হয় পূর্বের ঋণ পরিশোধের সময়কাল দৈনিক থেকে তা সাপ্তাহিক করে। এরপর সংগঠনকরা ঋণ গ্রহিতাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেন এবং তাদের সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা রাখতে বলেন। এই সুবিন্যাস্ত করাকালীন সময়েও একটি কাজের ধরণ কখনই বদলায়নি, সেটা হল সংগঠকদের ঋণ গ্রহিতাদের বাড়ি সরাসরি পরিদর্শন।

খেয়া পারাপারের সময় সেল ফোন.....

অন্যান্য ব্যাংকার, সরকারী কর্মচারী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবার কাছ থেকেই তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে ১৯৮৩ সালে এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প উত্তীর্ণ হলো গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি দস্তর মাফিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। একটি বিশেষ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপিত হয়ে গ্রামীণ ব্যাংক দিতে শুরু করলো চলতি বাজার দরে ক্ষুদ্রঋণ বা অত্যন্ত স্বল্প আকারের ঋণ সেই সব ব্যবসায় যা আয় উৎপাদন করে যেমন ধান ভানা, পশু পালন এবং সেইসব হতদরিদ্রদের যাদের কোন বাস্তবিকই জামিন দেবার ক্ষমতা নেই। এই ব্যাংক গঠিত হলো সদস্য মালিকানা ভিত্তিতে, যেখানে ঋণ গ্রহিতারা হবে ৯৪% শতাংশের মালিক আর সরকার হবে বাকি ৬% শতাংশের মালিক। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ গ্রহিতাদের বাধ্য করে সমমনা ও সমকক্ষ ঋণ গ্রহিতাদের নিয়ে পাঁচ জনের একটি বৃত্ত বা দল গঠন করতে যেখানে ঐ দল আইনত নয় তবে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং হিসেবের ওপর ভিত্তি করে দায়ী থাকে দলের সব সদস্যদের ঋণ পরিশোধের জন্য। সেই ৪২ জনকে দেয়া ২৭ ডলারের ঋণ থেকে জাতীয় এই সংগঠনে আজ চলি-শ লক্ষাধিক সদস্য ঋণ গ্রহিতা যার ৯৫% ভাগই মহিলা। এটি এখন ১৩৭৫টি শাখা পরিচালনা করছে ১৩,০০০ কর্মী নিয়ে বাংলাদেশের ৪৯,০০০ গ্রামে এবং এ পর্যন্ত ঋণ বিতরিত করেছে ২১৯ বিলিয়ন টাকা (৪.৬ বিলিয়ন ডলার) যার ঋণ পরিশোধের হার ৯৮.৮৫%। গ্রামীণ গৃহঋণ এ পর্যন্ত ৬০০,০০০ গৃহ নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে যা সহজ পদ্ধতিতে নির্মিতব্য এবং এর জন্য ১৯৮৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংক পেয়েছে স্থাপত্যে আগা খান পুরস্কার।

দরিদ্রকে ঋণদানে ভিন্ন চিন্তা

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে মৌলিক উদ্ভাবন হচ্ছে অভিনব ঋণ প্রদান এবং পরিশোধের ব্যবস্থা। গতানুগতিক ব্যাংকের স্থাবর জামিনের বাধ্যবাধকতা যেমন জামিন হিসেবে জমিজমা, ঋণ গ্রহিতাদের ঋণ নিতে বিরত করে বিশেষ করে যারা একেবারেই নিঃস্ব। অর্থনৈতিক পরিভাষায় ঋণ প্রদানকারী এবং ঋণ গ্রহিতার মাঝে ঋণ গ্রহিতার ঋণ প্রদান করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা সংক্রান্ত এরকম অসম তথ্য ঋণপত্র সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় চলতি বাজারের গলদ ত্রুটি এড়িয়ে ডঃ ইউনুস ঋণ গ্রহণের এমন একটি উপায় বাতলে দিলেন আপাত দৃষ্টিতে যা একটি চুক্তিপত্র। তিনি উল্টে দিলেন একটি চিরাচরিত ধারণা যে দরিদ্ররা ঋণ পাবার অযোগ্য, কারণ প্রথম দিককার পরীক্ষাগুলো প্রমাণিত করে যে হতদরিদ্ররা কালেভদ্রে ঋণখেলাপি হয়। সীমিত সুযোগের কারনে পক্ষান্তরে দরিদ্রদেরই বেশি আগ্রহ ঋণ পরিশোধ করতে যেন তারা ঋণ পাবার এই শেষ অবলম্বনটুকুও না হারায়। সাবধানে প্রস্তুত করা দলের কাঠামো যেখানে সহকর্মীর অনুরাগ ও অনুযোগ দুটোই আছে আর ঋণ পরিশোধের সাপ্তাহিক কিস্তি - স্থাবর জামিনের পরিবর্তে জন্ম দিলো এক অপূর্ব সামাজিক জামিনের যা অভিনব, সহজ, সুন্দর এবং অভূতপূর্ব।

দারিদ্রমুক্তিতে ডঃ ইউনুসের চিন্তাধারা প্রকাশ করে তার চিন্তার স্বচ্ছতা এবং অর্থবহুল দৃঢ়তা। দরিদ্র মানুষকে পরিস্কারভাবে গ্রামের মানুষ থেকে পৃথক করে তিনি আকৃষ্ট করলেন অচাষাবাদী দরিদ্রদের অপূর্ণ প্রয়োজন কারণ বেশির ভাগ ছোট আকারের কৃষকেরা অতিদরিদ্র নয়। ডঃ ইউনুস অনুধাবন করলেন যে দারিদ্র সম্পর্কিত আলোচনা প্রয় সব সময়েই শুধু পুরষদের সমস্যাকে ঘিরেই হয় যেখানে সমাজের অতিদরিদ্রদের সিংহভাগই মেয়েরা। এছাড়া তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে আরো শেখায় যে দারিদ্রতা দক্ষতার অভাব বা অলসতার কারণে ঘটে না, বরং ঘটে অপর্যাপ্ত সুযোগ এবং যাদের আছে তাদের সাথে একই সমতলে থেকে বাজারে প্রতিযোগীতা করতে পারার অক্ষমতা থেকে। আরো উলে-খ্য যে যেহেতু দরিদ্রদের কাজ করার এবং বেঁচে থাকার দক্ষতা থাকে তাই তাদের সাধারণভাবে প্রশিক্ষণ দেবার আগ্রহ দেখা যায় না। অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে ঋণ সুবিধা যাতে করে এই দরিদ্ররা তাদের নিজ নিজ দক্ষতার সাথে সমন্বয় করে ব্যবসা করতে পারে। ঐতিহ্যগত দারিদ্র বিমোচন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বেশির ভাগ নীতি নির্ধারক ও উপদেষ্টাগণ নজর দিয়েছেন মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের ওপর, অথচ ডঃ ইউনুস অনুধাবন করেন যে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানই দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অসহায়দের বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আসলে সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যখন কৃষিখাতে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চালিয়েছে তখন সেগুলো সত্যিকারের দরিদ্রদের অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে। ডঃ ইউনুস বিশ্বাস করেছিলেন যে যদি অতিদরিদ্ররা ন্যায্যভাবে ঋণ পেতে পারে এবং তা দিয়ে উপার্জনভিত্তিক সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে তাহলে তারা আর মজুরিভিত্তিক কাজের ওপর নির্ভর করবে না।

ডঃ ইউনুসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশির ভাগ উন্নয়ন সাহায্য দারিদ্র হ্রাস করার সাথে অর্থনৈতিক উন্নতি গুলিয়ে ফেলে। যদিও অনেকে মনে করেন যে উন্নতি বৃদ্ধি হলে অবশেষে দরিদ্রদের জন্য তা সহায়ক হবে, ক্রমবর্ধমান উন্নতি আসলে জনসংখ্যার নিচের অর্ধাংশের জীবন ধারার কোন পরিবর্তন ঘটায় না। ডঃ ইউনুস আহ্বান করেন সেইসব উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের যাদের লক্ষ্য হবে সরাসরি দারিদ্র বিমোচন - সহজ উপায়ে ঋণ পাওয়ার মাধ্যমে যা তিনি মনে করেন প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

গ্রামীণ ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নেতৃত্ব এর সদস্যদের উপকারের জন্য শুরু থেকেই ছিল প্রাণবন্ত এবং নতুন ব্যবসার সন্ধানে। কালে কালে ঋণ গ্রহিতাদের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে, পবির্তনশীল প্রযুক্তি এবং বিশ্ব অর্থনীতির পরিবেশ বদলে যাওয়াতে গ্রামীণ ব্যাংক তার ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ যেমন টেক্সটাইল (গ্রামীণ উদ্যোগ), মৎস্য (গ্রামীণ মৎস ফাউন্ডেশন), সেল ফোন (গ্রামীণ ফোন) এবং ইন্টারনেট (গ্রামীণ সাইবারনেট)। ক্ষুদ্রঋণদান ও পরিশোধকে কেন্দ্রে রেখে গ্রামীণ পরিবার সমাজ সচেতন কতকগুলো ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করে মুনাফা করার জন্য। ৯৫ হাজারেরও অধিক 'টেলিফোন মহিলা' এখন গ্রাম ফোন প্রকল্পের অধীনে দিচ্ছে মোবাইল পে ফোনের সুবিধা। উদ্যমী সদস্যদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প দিচ্ছে ২৬ হাজার ভিক্ষুকদের ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা যাতে করে তারা তাদের উপার্জনকে ব্যবসার মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে পারে এবং অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। এর প্রভাবের প্রমাণ হিসেবে উলে-খ করা যায় গ্রামীণ ব্যাংক অনুমান করে যে তাদের সদস্য ঋণগ্রহিতাদের অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছে গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তায় গড়ে তোলা ব্যবসার কারণে।

জনারণ্যে হাস্যোজ্জ্বল গ্রামীন মহিলা....

সারা বিশ্ব ছুয়ে যাওয়া এক ধারণা

এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের কারণে অসংখ্য সংগঠন ৫০টিরও বেশি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প অনুসরণ করেছে দারিদ্র বিমোচন করতে। এ ধরনের সংগঠনের উদাহরণ যেমন আমানাহ ইখতিয়ার মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনের আহন সা হিরপ এবং কিছু স্থানীয় পরিবর্তনসহ যুক্তরাষ্ট্রের গুড ফেইথ ফান্ড এবং লাকোটা ফান্ড। এজাতীয় কাজে সহায়তা করে এই প্রকল্প সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য গ্রামীণ ট্রাস্ট ভবিষ্যৎ সংগঠনদের বাংলাদেশে নিয়ে আসে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। এখন বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্রঋণদান সংগঠন কাজ করছে শহর ও গ্রাম এলাকায়। বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বে দারিদ্র বিমোচনের এই অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য ডঃ ইউনুস সম্মানিত হয়েছেন ৭০টিরও বেশি পুরস্কারে, সম্মানজনক উপাধীতে যার অনেকগুলোর মধ্যে আছে 'কমিউনিটি লীডারশিপের' জন্য 'র‍্যামোন ম্যাগাসাইসাই এওয়ার্ড (ফিলিপাইন), 'ওয়ার্ল্ড ফুট প্রাইজ' (আমেরিকা), 'ইন্টারন্যাশনাল সাইমন বলিভার প্রাইজ (ভেনিজুয়েলা ও ইউনেস্কো), 'ম্যান ফর পিস এওয়ার্ড' (ইটালী), 'ইন্দিরা গান্ধী প্রাইজ' (ইন্ডিয়া), 'দি ইকোনমিক ইনোভেশন এওয়ার্ড' এবং 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' (বাংলাদেশ)। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক নিজেও পেয়েছে 'আগা খান এওয়ার্ড ফর আর্কিটেকচার' (সুইজারল্যান্ড), 'দি কিং বাউদুইন ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রাইজ' (বেলজিয়াম), 'ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটাট এওয়ার্ড' (ইংল্যান্ড), 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' (ইন্ডিয়া) এবং 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' (বাংলাদেশ)।

১৯৯৭ সালে কতকগুলো ক্ষুদ্র মূলধন যোগানদারী সংগঠন দ্বারা গঠিত একটি অনিয়মিত নেটওয়ার্ক বিশ্বনেতাদের সাহায্যে একত্রিত হলো প্রথম মাইক্রোক্রেডিট সামিটে যা অনুষ্ঠিত হলো ওয়াশিংটন ডিসি-তে। এই সামিট যাতে যুগ্মভাবে সভাপতি ছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন ফাস্ট লেডী হিলারী ক্লিনটন, স্পেনের রানী সোফিয়া এবং জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুতোমু হাতা এক ঘোষণা অনুমোদন করেন যাতে বলা হয় বিশ্বব্যাপী ১০০ মিলিয়ন অতি দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ডঃ ইউনুস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। তার নিজের ভাষায় 'মানুষের সভ্য সমাজে দারিদ্রের কোন স্থান নেই, আছে জাদুঘরে'। ❐

ডঃ ইউনুস – ঘটনাপঞ্জী

১৯৪০	জন্ম গ্রহণ জুন ১৯৪০, চিটাগাং, বাংলাদেশ।
১৯৬০	বি,এ, (অনার্স), অর্থনীতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
১৯৬১	এম,এ, অর্থনীতি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
১৯৬১-৬৫	অর্থনীতিতে শিক্ষকতা, চিটাগাং কলেজ।
১৯৬৫	যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার্থে ফুলব্রাইট স্কলারশীপ।
১৯৭০	পি,এইচ,ডি, অর্থনীতি, ভ্যান্ডারবিল্ড ইউনিভার্সিটি।
১৯৬৯-৭২	শিক্ষকতা, মিড্‌ল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি।
১৯৭১	পাকবাহিনীর বর্বর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর জন্য বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি গঠন।
১৯৭২	বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন। প-ানিং কমিশনে ও পরবর্তীতে চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান।
১৯৭৫	নবযুগ তেভাগা খামার গঠন।
১৯৭৬	জোবরা গ্রামে প্রথম ঋণ প্রদান।
১৯৭৭	জোবরা গ্রামে গ্রামীণ প্রকল্পের পরীক্ষামূলক শুরু।
১৯৭৮	রষ্ট্রপতি পুরস্কার, বাংলাদেশ।
১৯৭৯	টাঙ্গাইলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প।
১৯৮৩	গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।
১৯৮৬	গ্রামীণ ফিসারীজ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।
১৯৮৯	স্থাপত্যে আগা খান পুরস্কার, সুইজারল্যান্ড।
১৯৯৩	গ্রামীণ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা।
১৯৯৪	বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র।
১৯৯৬	আন্তর্জাতিক সাইমন বলিভার পুরস্কার, ভেনিজুয়েলা ও ইউনেস্কো।
১৯৯৭	গ্রামীণ ফোন প্রতিষ্ঠা।
২০০০	গান্ধী পুরস্কার, ভারত।
২০০৪	সদস্য হিসেবে লেজিওন দ্যু অনারে অন্তর্ভুক্তি, ফ্রান্স।

ফারহাদ আমীন অর্থনীতির একজন অধ্যাপক। শিক্ষকতা করেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক (সানী)-তে। তিনি পি.এইচ.ডি করেছেন গ্রামীন ব্যাংকের অর্থনীতি নিয়ে। ইংরেজীতে লেখা মূল লেখা প্রবন্ধটি বাংলায় অনুদিত।

অনুলিখন : **আজাদুল হক**।

নিউ ইয়র্ক থেকে।

ড: ইউনুস একজন বাতিওয়ালা

হাসান ফেরদৌস

১৯৯৫ সালের জুন মাসে বেইজিং-এ মেয়েদের বিশ্ব সম্মেলন বসেছিল। সম্মেলনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের একটি আয়োজন ছিল মেয়েদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে একটি উন্মুক্ত ফোরাম। প্রধান বক্তা অধ্যাপক ইউনুস, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিলারী ক্লিনটন। হিলারী সে সময় আমেরিকার ফার্স্ট লেডি, দারুণ বিতর্কিত কিন্তু দারুণ জনপ্রিয়।

সম্মেলন কক্ষে তিলধারণের জায়গা নেই। একদম প্রায় শেষের সারিতে বসার জায়গা পেয়েছিলাম আমি। মিনিট বিশ বললেন অধ্যাপক ইউনুস। তার স্বভাবসুলভ ভাষায়, কোন কাগজপত্র ছাড়াই বক্তৃতা করলেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পালা। এক শুভ্র কেশী মার্কিন মহিলা প্রশ্ন করলেন, অধ্যাপক, তুমি যে মেয়েদের ঋণ দেবার কথা বলছ, কিন্তু এরা তো লেখাপড়া জানে না, কি করে হিসেব রাখতে হয়, জানে না। টাকা ধার নিয়ে তার ঠিক ঠিক ব্যবহার এদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

ইউনুস জবাব দিতে শুরু করার আগেই হিলারী মাইক টেনে নিলেন, বললেন, এ প্রশ্নের জবাব আমিই দেই। ওর ব্যাংক কিভাবে কাজ করে তা আমার জানা আছে। গড় গড় করে তিনি বলে গেলেন গ্রামীণ ব্যাংকে ছোট ছোট গ্রুপ করে মেয়েরা কিভাবে সঞ্চয় করে, কিভাবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ছোট ব্যবসায় তারা টাকা খাটায়, কিভাবে ধার নেওয়া টাকা তারা সময়মত ফিরিয়ে দেয়। হিলারির জবাব পুরোটা আমার এখন আর মনে নেই, কিন্তু কি অসম্ভব আস্থার সাথে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনা করে গেলেন, তা স্পষ্ট মনে আছে। বাংলাদেশ একটি ইশ্বর পরিত্যক্ত দেশ, আর সে দেশের একটি সফল কর্মসূচীর বর্ণনা করছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের ফার্স্ট লেডি। অবাস্ত ব মনে হয়েছিল, কিন্তু গর্বে বুকটা ঠিকই ভরে গিয়েছিল।

পরের বছর জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এসেছিলেন ইউনুস। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কক্ষে তার বক্তৃতার বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। আমার জানা মতে, তিনিই প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশী ইকোসক চেম্বার-এ একক বক্তা হিসেবে এই আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সেদিনও কক্ষে তিলধারণের জায়গা ছিল না। প্রশ্নোত্তরসহ বক্তৃতার জন্য নির্ধারিত ছিল এক ঘণ্টা। দেড় ঘণ্টার পরেও দেখি সেখান থেকে একজন লোকও সরে যাননি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন লেবাননের এক ভদ্রলোক। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দিস ম্যান ইজ অ্যামেজিং। হোয়ার ইজ হি ফ্রম?' আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'ফ্রম বাংলাদেশ, মাই কান্ট্রি'।

গল্প নয়, সত্য ঘটনা দুটি বললাম শুধু এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এই একজন লোক সারা পৃথিবীর মানচিত্রে কিভাবে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্মানজনক স্থান করে দিয়েছেন। আমি দেশের বাইরে থাকি। দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও দুর্যোগ এই তিন 'দ' নিয়ে আমরা যখন হাঁটু ভাঙা অবস্থায়, ইউনুস-এর গ্রামীণ ব্যাংক তখন পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের জন্য একটি শ্রদ্ধার জায়গা করে নিয়েছে। না, গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের সব দারিদ্র দূর করে দিয়েছে বলে নয়, একা গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। দারিদ্রকে না মেনে নিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি পথ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন বলেই তার প্রতি এই সম্মাননা।

দারিদ্র্য অভিশাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দারিদ্র্যকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে যারা মেনে নেয়, তাদের মত হতাভাগ্য, পরাজিত জাতি আর নেই। ইউনুস কেবল তার দেশের নয়, তার কালের একজন নায়ক এই কারণে যে, সবচেয়ে অভাবি, সবচেয়ে কম অধিকারভোগী যেসব মানুষ তাদের অভাবের পথ কাটিয়ে ওঠার একটা বাস্তবসম্মত পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। অভাবী মানুষকে তিনি স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। তিনিই সেরা বাতিওয়ালা। মনে পড়ছে, বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকার এক বামপন্থি বুদ্ধিজীবী ইউনুসকে এই বলে কষে গাল দিয়েছিলেন যে, তিনি আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তার কাজ, গরিব মানুষ যাতে একটা পর্যায় পর্যন্ত গরিব থাকে, তার সহ্য সীমার নিচে না নেমে যায় তা নিশ্চিত করা। সহ্য সীমার নিচে চলে গেলে মানুষ বিদ্রোহ করবে, দেশের বিপ-ব দেখা দেবে। ইউনুস সেই বিপ-বকে আটকাবার কাজে ব্যস্ত। অধ্যাপক ইউনুসকে আমি সে সমালোচনার কথা বলেছিলাম। শুনে তিনি ঠাট্টা করেই বললেন, 'এখন তো মাত্র ২২ হাজার গ্রামে আমরা কর্মসূচী চালু করেছি। বিপ-বীরা যদি তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করে তাহলে আমরা বাকি ৪৬ হাজার গ্রামও দখল করে ফেলব।'

মানছি গ্রামীণ ব্যাংকের পথ ধরে এগুলে বাংলাদেশের দারিদ্র দূর হবে না। অধ্যাপক ইউনুস কখনো তেমন দবি করেনি। ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে, ঢেকি বা তাঁত দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করা সম্ভব নয়। সে জন্য চাই আধুনিক শিল্পায়ন, রফতানিযোগ্য বাণিজ্য ভিত নির্মাণ। কিন্তু দেশজোড় তেমন প্রচেষ্টার পাশাপাশি গ্রামের অভাবী মানুষের জন্যে যদি আয়ের একটা ব্যবস্থা করা যায়, তাতে অপরাধটা কোথায়? শিল্প বিপ-বের মত বড় বিপ-ব হবার আগে গ্রামীণ পর্যায়ে যদি ছোটখাট একটা বিপ-ব হয়ে যায়, মন্দ কি? ইউনুস ঠিক সেই কাজটিই করছেন।

তা সত্ত্বেও ইউনুসকে নিয়ে আমার একটি অভিযোগ আছে। এই মুহূর্তে তিনি সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে সুপরিচিত, খ্যাতিমান বাঙালি। ক্লিনটন তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেবার সুপারিশ করেছেন একাধিকবার। আগামী যেকোন সময়ে সে পুরস্কার তিনি হয়তো পাবেন। দেশের ভেতরেও তিনি সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন। আমরা জানি বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এক জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণিজালে আটকা পড়েছে। একদিকে স্বেচ্ছাচার, অন্যদিকে মৌলবাদ সেখানে একে অপরের হাতে হাত ধরে আছে। অথচ অধ্যাপক ইউনুস কখনো নিজের কণ্ঠস্বর সে স্বেচ্ছাচার ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন নি। হতে পারে গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখেছেন তিনি। কিন্তু তার সে অনুচ্চ কণ্ঠস্বর থেকে এমন প্রশ্ন তো করাই যেতে পারে, তাহলে দেশের ভবিষ্যত তার কাছে মুখ্য নয়, গ্রামীণ ব্যাংকই মুখ্য?

অভাবে বিরুদ্ধে বাতি তুলে ধরেছেন অধ্যাপক ইউনুস। সে বাতিটি যদি তিনি আরেকটু উস্কে দিয়ে স্বেচ্ছাচার ও মৌলবাদের দিকে তাক করতেন, যে ঘন-কাল অন্ধকার এখন বাংলাদেশকে ঘিরে আছে, তা দূর করা কি খানিকটা সহজ হয়ে আসে না? ❐

নিউ ইয়র্ক থেকে।

বিদেশী মিডিয়াতে ডঃ ইউনুস

কামরুল ইসলাম

*(ডঃ ইউনুস ও তাঁর অভিনব ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ ফোন ইত্যাদি নিয়ে নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য খবর ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশের নিউজ মিডিয়াতে সাধারণত বন্যা, মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ, দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষস্থান এবং সম্প্রতি ধর্মান্ধতা এবং সন্ত্রাস এসব নিয়েই বেশী খবর ছাপা হয়। তাই ড.ইউনুসকে ঘিরে আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসিত খবরগুলো বাংলাদেশীদের জন্য শুধু সংবাদ নয়, দারুণ সুসংবাদ। শতাধিক এইসব খবরের ভেতর থেকে আমরা অল্পকিছু এখানে তুলে ধরছি। এখানে উলে-খ করা উচিৎ যে এই খবরগুলো সংকলন করার সময় আমরা কোন নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করিনি। – **লেখক)***

ইন্টার প্রেস সার্ভিস নিউজ এজেন্সী, ব্রাসেল্‌স, ডিসেম্বর ৭, ২০০৪

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ সাফল্যজনকভাবে সম্ভব এবং লাভজনক সে তত্ত্ব এখন বিশ্বব্যাপী জানা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস তিরিশ বছর আগে দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বন্টনের যে ধারণা নিয়ে শুরু করেছিলেন তা এখন ফুলে ফুলে প্রসবিত।

গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য সারাবিশ্বের বিবিধ সরকারী, বেসরকারি এবং হাজারো সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিশ্বের একশ'রও বেশী দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করতে। ব্রাসেল্‌সে এক সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনুস বলেন – 'সমবেতভাবে আমরা এই ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের সুবিধা ৭০ মিলিয়ন লোকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি। গড়ে ১০০ ডলরের ঋণ দিয়ে আমাদের মোট খাটানো অর্থ এখন ৭ বিলিয়ন ডলারের উপর।'

> .... তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ২৫ থেকে ৫০ ডলারের ক্ষুদ্র ঋণ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এ বিষয়ে উলে-খযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক – ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রাম্য এক মহিলাকে ২৭ ডলার ঋণ দিয়ে যার সূচনা।

ফাস্ট কোম্পানী, পিটার কারবোনারা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

কি এক অদ্ভুত ব্যবসায়িক প্রস্তাব! পৃথিবীর অন্যতম এক গরীব দেশে, স্টেট অব দি আর্ট সেলুলার ফোন নেটওয়ার্ক তৈরী করো এবং খদ্দেরদের বিশাল অংশ হবে দরিদ্রতর মানুষ - যাদের বাড়িতে পয়ঃপ্রণালী নেই - এমনকি যারা এ যাবৎ ল্যান্ড ফোন চোখেও দেখেনি! হাস্যকর তাই না, আসলে নয়, যখন ঐ প্রকল্পের পেছনে আছেন এমন একজন, যিনি গত বিশ বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন ও যিনি তার প্রজন্মের সামাজিক বিপ-বের এক অন্যতম পথ প্রদর্শক। 'এটা কিন্তু আমাদের এ জাতীয় প্রথম পাগলামো নয়', বললেন মুহাম্মদ ইউনুস।

টাইম ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৯৭

ক্লিনটন প্রশাসন অতি অল্প খরচে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি পথ খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কাছ থেকে। 'হিলারী ক্লিনটনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং আগামী সপ্তাহ থেকে তিনি সারাদেশে এই ক্ষুদ্র প্রকল্পকে উৎসাহিত করবেন' - টাইম সাময়িকীর এ্যান ব-্যাকম্যানের রিপোর্ট। মিসেস ক্লিনটন দু'দিনব্যাপী 'ক্ষুদ্রঋণ সম্মেলন'-এ ঘোষণা দেন যে আমেরিকা আগামী পাঁচ বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প এবং কমিউনিটি উন্নয়ন খাতে এক বিলিয়ন ডলার খরচ করবে। তিনি বিবিধ আন্তর্জাতিক সংগঠন, ব্যাংক এবং সরকারকে ২০০৫ সালের ভেতর ২১.৬ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। মিসেস ক্লিনটনের মতে, 'এটি একটি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন বড় ধারণা এবং দারিদ্র্য বিমোচন, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশাল হাতিয়ার।' বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ২৫ থেকে ৫০ ডলারের ক্ষুদ্র ঋণ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এ বিষয়ে উলে-খযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক - ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রাম্য এক মহিলাকে ২৭ ডলার ঋণ দিয়ে যার সূচনা। আজকে গ্রামীণ ব্যাংকের ২.১ মিলিয়ন গ্রাহক ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা নিয়ে অসংখ্য ছোটখাটো ব্যবসা সারা দেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান প্রশাসন সে একই সাফল্য আমেরিকার অর্থনৈতিক অনুন্নত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী। বর্তমানে আমেরিকাতে ঐ ধরনের চারশ প্রোগ্রাম প্রায় চলি-শ হাজার পরিবারের সাথে কাজ করছে। প্রশাসনের মতে এই প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে অঞ্চলের পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ওয়্যার্ড, কেইটলীন কুইস্টগার্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সাতান্ন বছরের বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এক দারুণ স্বপ্নদ্রষ্টা। অন্যান্য স্বপ্নদর্শীর চাইতে ইউনুস নিজেকে অনেক বেশি বাস্তববাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার দরিদ্র দেশের ভাগ্য পবির্তনের জন্য তিনি ৬৫ সেন্টের ঋণ, সেলফোন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনকি ওয়্যারলেস মোডেম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছে দিচ্ছেন।

তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে তিনি তাঁত, চাষাবাদ, মাছ চাষ সৌর শক্তির ব্যবহার এবং টেলিযোগাযোগের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তিনি একটি সেলুলার ফোন নেটওয়ার্ক এবং একটি ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করেছেন যা তার গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। ডঃ ইউনুস-এর মতে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা গ্রামীণ প্রকল্পের ২.২ মিলিয়ন ঋণ গ্রহিতাকে দারিদ্রসীমার উপরে তুলে এনেছে। ডঃ ইউনুস যখন বুঝলেন 'যে অর্থনৈতিক প্রতিপাদ্য আমি ছাত্রদের শেখাচ্ছিলাম তার সাথে তাদের জীবনের বাস্তবতার কোন সম্পর্ক ছিল না' - সেই থেকেই ১৯৭৬ সনেই তার ব্যবসায়ে ঝুঁকি নেবার হাতেখড়ি। তিনি নিজের পকেটের ২৬ ডলার ৪২ জন গ্রামবাসীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। আজ বাইশ বছর পরে গ্রামীণ ব্যাংকের এখন

২৩ প্রষ্ঠায় দেখুন ..... বিদেশী মিডিয়াতে

অন্যদের চোখে প্রফেসর ইউনুস

ফুয়াদ রাহমান

প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস সম্পর্কে অন্যান্যরা কি বলেছেন তা নিয়ে আজকের এই লেখা। কিন্তু তিনি অন্যান্যদের সম্পর্কে কি বলেছেন তার একটি উদাহরন দিয়ে এই নিবন্ধটি শুরু করায় লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি একবার বলেছিলেন: "Compared to Grameen Bank, other banks look like charity outfits for the rich". এখন কথা বলার মত বুকের পাটা যার আছে, তার সম্পর্কে লোকে বলাবলি করবে সেটাই স্বাভাবিক।

আমরা সবাই প্রফেসর ইউনুসের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের হোয়াইট হাউজে নিয়মিত অবস্থানের কথা শুনেছি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং তার স্ত্রী হিলারী দুজনেই প্রফেসর ইউনুস-এর ভক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। কিন্তু আপনারা কি প্রফেসর ইউনুস এবং তার গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে উদয় সংকরের মন্তব্য শুনেছেন? ইনি Indian Association for Savings and Credit (IASC)-এর প্রধান কর্মকর্তা বা আমরা যাকে বলি CEO। তিনি সম্প্রতি বলেছেন: "For reasons best known to them in Bangladesh, such agencies [Grameen Bank] have focussed on women. Here too [in India], sometimes I feel that we are focussing too much in giving micro credit to women and neglecing the men. We are certainly toying with the idea of forming exclusive groups for men". এমন মন্তব্যের কারণ তারা যে এলাকায় কাজ করেন সেখানে স্বামীরা স্ত্রীদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে শুরু করেছে যে তারা নাকি আর আগের মত সব কথা শুনে না! প্রফেসর ইউনুস ঠিকই বলেছিলেন: "If being poor is tough, being a poor woman in toughest".

উদয় সংকর

স্টিভেন কোভে

সবাই অবশ্য উদিত সংকরের সাথে একমত নন। বিশ্বনন্দিত সাংবাদিক স্টিভেন কোভে প্রফেসর ইউনুস সম্পর্কে একবার বলেছিলেন: "His life, his heart, it's devotion is for the poor - is a one word mission statement. He has done more for the world's poor that any one else in modern history."

জানেলে উমবেকি

স্টিভেন কোভে একা নন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্স্ট লেডী জানেলে উমবেকি বলেছেন: "Your foresight of thirty years ago that poor are coreditorting, that they deserve access to credit as a right and not as an act of charity; that poor people are a resource for notional development if only governments and the private sector would invest in them. It is when society invets in it's poor people that sustainable development of our communities will be achieved".

D+C নিউজ লেটার

জার্মানীর InWent D+C Development and Cooperation সংস্থার নিউজ লেটারের একটি সম্পাদকীয়তে Dieter Brauer মন্তব্য করেছেন: "That people in developing countries can achieve a lot even against the odds was demonstrated vividly by Mechai Viravaidya of Thailand and Prof. Mahammed Yunus of Bangladesh. Both have made tremendous contributions to lessening poverty, promoting development, and slowing down population growth in their countries. These examples give hope that mankind will continue to sustain itself in the new Millennium as it has done in the last one million years".

লীল ব্রাইনার্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের এক সময়ের ডেপুটি ডিরেক্টর লীল ব্রাইনার্ড একবার বলেছিলেন: "Dr. Mohammed Yunus, who is really the grandfather of microenterprise, which was started in Bangladesh and really is one of the development initiates that has been brought into the developed world and used widely in our inner cities. It's a development initiative that has taken capital and placed it in the hands of the poorest, and enterprise has floushed".

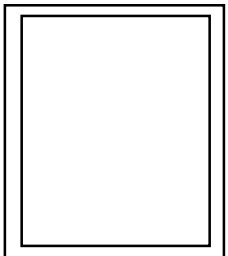
বদরুদ্দীন উমর

বিশ্ব অর্থনীতিতে যার প্রভাব এতটাই সুদূরপ্রসারী তার ব্যক্তিত্ব এবং তার কাজের মাঝের দেয়ালটাও কিন্তু মানুষের কাছে ঝাপসা হয়ে যায়। ব্যক্তি প্রফেসর ইউনুস আর তার মাইক্রোক্রেডিট মতবাদ তাই অনেকের কাছেই একই অর্থ বহন করে। দেশে এবং বিদেশে এই নিয়ে তিনি প্রচুর সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন। বদরুদ্দীন উমর যেমন সরাসরি গ্রামীণ ব্যাংকের এবং প্রফেসর ইউনুসের অনেক সমালোচনা করেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন: "যত এনজিও আছে গ্রামীণ ব্যাংক তার মধ্যে নিকৃষ্ট"। তিনি আরও বলেছেন, যে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে উচু। তিনি মনে করেন যে: "By giving the poor people small loans, it keeps them trapped in a life of continuing poverty with only minute economic inprovement, which then crushes the urge in them to fight for mojor social and economic changes". এখানে বলে রাখা ভাল যে, গার্দা ঘীষ্ঠা World Prout Assembly-এর পক্ষ থেকে এই মন্ত ব্যগুলোর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার "Bangladesh: Towards Economic and Womens Liberation Via Grameen Bank" প্রবন্ধে। তার মতে বদরুদ্দীন উমরের এই মন্তব্যগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই চমৎকার নিবন্ধটি অনলাইনে পড়ে দেখতে পারেন - http://www.worldproutassembly.org/bangladesh.htm.

ফরহাদ মাযহার

বিশ্বব্যাংকের সাথে বেশি মাখামাখি গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে দেখেছেন ফরহাদ মাযহার। গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে তার এই মন্তব্যটি উলে-খ্য: "Only the World Bank could term the act of placing a hundred million families in debt as 'empowerment. Unless it is handled with extreme care and sensitivity as part of an integrated community strategy, micro-credit in the hands of such clumsy characters as the World Bank will only extend the IMF's structural adjustment campaign to the family level. This is not a good thing."

ড্যানিয়েল পার্ল

Wall Steet Journal-এর পক্ষ থেকে ডানিয়েল পার্ল (পরে যিনি পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন) এবং মাইকেল ফিলিপস "Grammen Bank, Which Pioneered Loans for the Poor, Has Hit a Repayment Snag" নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এতে সরাসরি প্রফেসর ইউনুস না হলেও গ্রামীন ব্যাংক সম্পর্কে কিছু ঋণাত্মক মন্তব্য করা হয়। গ্রামীনের পক্ষ থেকে অবশ্য এর প্রতিটি কথার জবাব দেয়া হয়েছে এবং প্রফেসর ইউনুসের সাথে পার্লের প্রতিটি ই-মেল পর্যন্ত এখন গ্রামীনের ওয়েব সাইটে আছে - http://www.grameen-info.org/wallstreetjournal/. সব চাইতে মজার কথা হচ্ছে যে IOWA State University-তে "Econ 353: Money, Banking and Financial Institutions" কোর্সের অধীনে "Notes on the Grameen Bank and the Microcredit Movement" নামে বিশেষ আলোচনা করা হয় এই রিপোর্ট এবং প্রফেসর ইউনুসের যুক্তিতর্কের উপর ভিত্তি করে। আগ্রহী পাঠকেরা অর্থনীতিতে আগ্রহী না হলেও পড়ে দেখতে পারেন http://www.econ.iastate.edu/classes/econ353/tesfatsion/grameen.htm-এ যেয়ে।

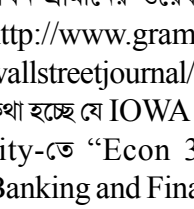
প্রে. ক্লিনটন

হিলারী ক্লিনটন

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কথা আগেই বলেছি। তিনি প্রফেসর ইউনুস সম্পর্কে বলেছিলেন: "I was just blown away. He made enterprise work. He promoted discipline, not dependence". তার দ্বিতীয় টার্মের নির্বাচন প্রচারনার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন: "I wonder why he hasn't got the Nobel Prize yet"! তার স্ত্রী হিলারী প্রফেসর ইউনুস সম্পর্কে বলেছেন: "I only wish every nation shared Dr. Yunus's and the Grameen Bank's appreciation of the vital role that girls and women play in the ecomic, social and politian life of oun societies".

এলিজাবেথ লিটলফিল্ড

ড্যানিয়েল পার্ল এবং মাইকেল ফিলিপস এর Wall Street Journal-এর রিপোর্টের পর CGAP (Consulta-

tive Group to Assist the Poor ২৮টি দাতা এজেন্সির একটি কনসোর্টিয়াম। হেড অফিস ওয়াশিংটন ডিসি তে। ওয়েব সাইট: www.cgap.org)-এর CEO এলিজাবেথ লিটলফিল্ড World Bank-এর ডিরেক্টরকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এই লিখা শেষ করবো। তিনি বলেছিলেন, "Paradoxically, the greatest triumph of Grameen and its visionary founder Dr Mohammed Yunus may lie precisely in the fact that Grameen is no longer pivotal to the microfinance business. Many of the microfinance institutions around the world that were inspired directly or indirectly by Grameen have experimented, innovated, and improved on its approach. These and many other microfinance institutions are continuing to prove that poor people will repay loans, that banking with the poor is a viable business that does not need a continuing public subsidy, and that microfinance can transform the lives of the poor, enabling them to increase their incomes, reduce their vulnerability and live healthier lives. We are deeply troubled by Grameen's problems. But let's not let this obscure the big picture: Grameen and Dr Yunus have already won".

আর বেশি কিছু বলার অবকাশ আছে কি? ❐

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া

বিদেশী মিডিয়াতে.... ২০ প্রষ্ঠার পর

২ মিলিয়নের উপর ঋণগ্রহিতা - যাদের বেশীর ভাগই (৯৪ শতাংশ) মহিলা এবং তার এই প্রকল্প আমেরিকাসহ সারাবিশ্বে অনুকরণিত হচ্ছে। এই সব ক্ষুদ্রঋণ কাঁচি, বে-া ড্রায়ার ইত্যাদির মত জিনিস কিনে কাউকে বিউটিশিয়ান হতে সাহায্য করছে যারা নিজের ঘর থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করবে।

এখন গ্রামীণ ব্যাংকের গড় ঋণের পরিমাণ ১৬০ ডলারের মতো (একটি দুধেল গাভী কিনে দুধ বিক্রি করার সমপরিমাণ)। আর ঋণ প্রহিতারা শুধুমাত্র ঋণ সুদ সমেত পরিশোধই করবে না - তাদের নিজস্ব সঞ্চয়ী হিসেবও খুলতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ পাঁচ জনের সমন্বিত একটি গ্রুপের মাধ্যমে দেয়া হয় এবং এর একজন সদস্য যদি ঋণ খেলাপী হয় তাহলে অন্য চারজনের ঋণ সুবিধা কাটা যায়। এই সহকর্মী নির্ভর পদ্ধতির কারণে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৯০ শতাংশের উপর যা কিনা আশ্চর্যকর। এই ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টিতেও পড়ছে।

জনাব ইউনুস এবং গ্রামীণ হাইটেকের ক্ষেত্রেও পদচারণা শুরু করেছেন। ১৯৯৬ সালে গ্রামীণ সাইবারনেটের প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঢাকায় ২৫০০ ডায়াল আপ খরিদ্দার ইন্টারনেটের সংযোগ পেয়েছে। গত বছরের মার্চ মাসে গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশের ৬৮,০০০ গ্রামে ফোন সংযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। সম্প্রতি গ্রামীণ পার্শ্ববর্তী কোলকাতা হয়ে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নেট সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ডঃ ইউনুসের মতে, 'বাংলাদেশ এক সময় পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় আউটসোর্সার হিসেবে তৈরি হবে যখন গ্রামবাসীরা নেটের সুবিধা নিতে সক্ষত হবে।' হাসতে হাসতে তিনি বললেন - 'চাকরি তখন তাদের দোরগোড়ায় আসবে।' ❐

হিউস্টন, টেক্সাস

পড়শী'র মূল রচনাবলী – ১৪১২

জৈষ্ঠ	ভারতে বেড়ানোর যায়গা
আষাঢ়	ক্রিকেট
শ্রাবন	বঙ্গভঙ্গের একশত বছর
ভাদ্র	প্রবাসে জীবন সংগ্রাম
আশ্বিন	যুদ্ধ ও শান্তি
কার্তিক	বিদেশে দেশী সংস্কৃতি
অগ্রাহন	প্রবাসে বাংলা স্কুল
পৌষ	বিনোদন

পড়শী'র সাথে

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস-এর সাক্ষাৎকার

পড়শী ঃ আপনার মূল লক্ষ্য - 'দারিদ্র্যহীন সমাজ চাই'। এই লক্ষ্যের কোন পর্যায়ে আমরা এখন আছি ?

ডঃ ইউনুস ঃ বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে এখন ১.১ বিলিয়ন লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছে। যাদের দৈনিক আয় ১ ডলারের নীচে। আর যদি ২ ডলারের নীচে ধরা হয় তবে এটা ৩ বিলিয়ন। সার্বিকভাবে যদি মোট দরিদ্রের সংখ্যার কথা বলা হয় তবে দরিদ্রের সংখ্যা ৩ বিলিয়ন, যার মধ্যে হত দরিদ্রের সংখ্যা ১.১ বিলিয়ন। অর্থাৎ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগে বলা হতো - বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ গরীব। অর্থাৎ দারিদ্র্যের সীমা রেখাটা দেশের জনসংখ্যার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। এটা গত নব্বই-এর দশকে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা গড়ে প্রতি বছর ১% করে কমেছে। ২০০০ সাল যখন শুরু হলো তখন এটা ৪০% এ এসে দাঁড়িয়েছে। দু'হাজার সালের পর আরো চার বছর পার হয়ে গেল। সে হিসেবে সাধারণভাবে বলা যায় বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী লোক সংখ্যা ৩৬ ভাগ। আমরা যে 'মিলেনিয়াম ডেভালপমেন্ট গোল' এর কথা বলি সেটা অর্জন করতে হলে আগামী ২০১৫ সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা ২০% এ নামিয়ে আনতে হবে। ৯০ এর দশকের মত যদি আমরা প্রতি বছর গড়ে ১% করে দারিদ্র্য কমাই তবে ২০১৫ সালে এটা ২৬% এ এসে দাঁড়াবে। তবে আমরা আশা করছি, এর মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি আরো গতিশীল হবে। এটা যদি প্রতি বছর আমরা ১ এর জায়গায় ১.৫% এ নিয়ে আসতে পারি তবে আমরা দারিদ্র্যসীমা নিশ্চিতভাবে ২০% নামিয়ে আনতে সক্ষম হবো।

ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

এটা সম্ভব এ কথা বলে ঘুমাতে চলে গেলে চলবে না। এর জন্য যথেষ্ট আয়োজন, ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ২০০০ সালে আমাদের যে ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল সেটাকে ২০১৫ সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের অতীতকে পর্যালোচনা করে এটা করতে পারবো বলে মনে করি। আর যদি আমরা ভবিষ্যতে এর চাইতে ভাল করতে পারি তবে এটাকে ১৫% এর মধ্যে নামিয়ে আনতে পারবো। এটাও সম্ভব।

পড়শী ঃ দারিদ্র্য বিমোচনে আরো কী কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন ?

ডঃ ইউনুস ঃ মানুষের ভিতর অফুরন্ত শক্তি লুকিয়ে আছে। এটাকে উন্মোচন করে দেয়াই হলো দারিদ্র্য বিমোচনের মূল কাজ। এ শক্তিকে উন্মোচন করতে হলে তার চারিদিকে যে সব বাধাগুলো আছে সেগুলোকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। গরীব মানুষকে আমরা অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করি। মনে করা হয় যে, তিনি এই সুযোগের উপযুক্ত না। যেমন ঋণের কথা ধরুন। ঋণের সনাতন পদ্ধতি তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করে রেখেছে। কেউ পরীক্ষা করে দেখলো না, এটা সত্য না মিথ্যা। ঐ যে এককথা বলে রেখেছে - সেকারণে তিনি সমস্ত আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। তিনি ঋণ নিয়ে যে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতেন, সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। গ্রামীণ ব্যাংক বানিয়ে আমরা সে বাধাটা খুলে দিয়েছি। আমরা তাঁকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছি - এটা ডাহা মিথ্যা কথা। গরীব মানুষ আসলে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত। এমন কি গরীব মানুষ ধনী মানুষের চেয়েও ভালভাবে ঋণের টাকা খাটায়। এঁদের টাকা আরো ভালভাবে আদায় হয়। এঁরা বিনা জামানতে কোন দলিল ছাড়া টাকা ফেরত দেয়। শুধু গ্রামীণ ব্যাংকে নয়, সারা পৃথিবীতে আরো যত ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা একই রকম। এ রকম আরো নানা রকমের সুযোগ আসতে পারে। যেমন ঃ তথ্য প্রযুক্তি তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া। তাহলে তিনি নিজের থেকে নিজে চিন্তা করতে পারবেন। তাহলে তিনি জানতে পারবেন। বর্তমানে তাঁর জানার অধিকার নেই। তিনি জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাঁর জানার অধিকার এবং খবর সংগ্রহ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁর কাছে যদি আমরা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যাই, তাহলে তাঁর জ্ঞানের দরজা খুলে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলে এসেছেন কর্মসংস্থান করাটাই হলো দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র রাস্তা। তাঁরা কর্মসংস্থান বলতে একটা কথাই বুঝিয়ে এসেছেন, সেটা হলো মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান। যত বেশি কল-কারখানা হবে তত বেশি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হবে। আমি তাতে আপত্তি করছি না। কিন্তু সঙ্গে আরো একটা কর্মসংস্থান যোগ করছি। সেটা হলো স্ব-কর্মসংস্থান। এটা যত বেশি পারা যায় তত ভাল। মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের চাইতে

এটা আরো দক্ষ এবং শক্তিশালী। মানুষ নিজের কর্মসংস্থান নিজে সৃষ্টি করতে পারে - এ কথাতে আস্থা স্থাপন করতে পারলেই দারিদ্র্যবিমোচন একেবারে সহজ হয়ে যায়। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের হাতে আরো নানা রকমের বিষয়াদি আছে সেগুলো দিয়ে তারা এসুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তার মধ্যে হতে পারে, আইনের পরিবর্তন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। আমি যে আয় করবো - আমার থেকে তা কেড়ে নিয়ে গেলে আমি করবোটা কি ? আমিতো শান্তিতে থাকতে পারছি না। আমার উপর হামলা হয়। কাজেই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হতে হবে। আমার জিনিস আমার নিয়মে করতে দিতে হবে। আমার উপর কেউ হামলা করতে পারবে না। অন্যায় কাজ করতে পারবে না। অন্যায়ভাবে কেউ আমার কাজ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আরেকটা হলো দেশের সার্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া। আমরা যদি সংঘর্ষমুখী রাজনীতিকে মানুষের কল্যাণের রাজনীতিতে নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে আমাদের স্বকর্মসংস্থানের গতি, মজুরীভিত্তিক কর্ম-সংস্থানের গতি অনেক বেড়ে যেতো। দারিদ্র্য দ্রুততরভাবে কমতো।

মানুষকে শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার শুধু সুযোগ না - এটার কোয়ালিটির দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেই চলবে না। স্কুলে লেখা-পড়া হয় কি না ? সে লেখা পড়ার দাম আছে কি না ? আমরা সার্টিফিকেটের লেখা-পড়ার কথা বলছি না। যে হাই স্কুল পাশ করছে সে কিছুই জানে না - ওরকম না। সত্যি সত্যি সে জ্ঞান লাভ করছে কি না? সত্যি সত্যি সে বুঝতে পারে কি না ? তাহলে সে সচেতন হতে পারে। তাহলে সমাধান খোঁজার শক্তি তার মধ্যে এসে যাবে। সৃষ্টিশীলতা তার মধ্যে সৃষ্টি হবে। লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ নিজেকে নিজে আবিষ্কার করতে পারবে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, নিজের সৃজনশীলতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া - এটাই হলো শিক্ষা। সেটাই হবে তার দারিদ্র্য বিমোচনের বড় শক্তি, বড় হাতিয়ার। সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্লাস রুমভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক - দু'টোই হতে পারে। দু'টো এক সঙ্গেই হতে পারে।

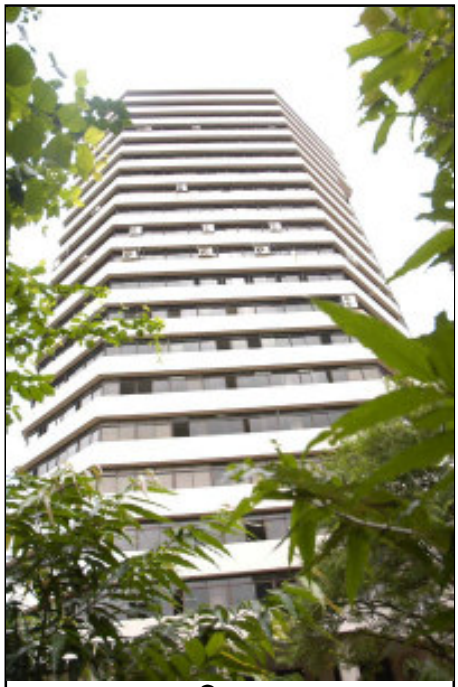

গ্রামীণ ব্যাংক ভবন

পড়শী ঃ নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে-সার্বজনীনভাবে আরো কি ধরনের ভূমিকা নেয়া যেতে পারে, আপনার পরামর্শ কী ?

ডঃ ইউনুস ঃ নারীদের ক্ষমতা আর পুরুষদের ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পুরুষও মানুষ নারীও মানুষ। এরা দু'জনেই সমান মানুষ। আমরা যদি নারীর যে ক্ষমতা সেটাকে উন্মোচিত করে না দেই তাহলে আমাদেরই ক্ষতি করলাম। দু'জনকে একই সুযোগ করে দিতে হবে। নারী-পুরুষকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তাঁর যে সৃজনশীলতা সে ক্ষমতাকে তিনি যেন একইভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। সে সুযোগ তাঁদের করে দিতে হবে। বরং নারীর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ আছে, যেটা দারিদ্র্যমোচনের জন্য খুবই সহায়ক। তিনি খুবই ধৈর্য্যশীল। তাঁর প্রচুর ধৈর্য্য। তিনি ধৈর্য্য সহকারে খুব সুশৃংখলভাবে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারেন। তাঁর ধৈর্য্যশীলতার কারণে আমরা তাঁর দিকে যত বেশি নজর দিতে পারবো, দারিদ্র্য বিমোচন তত বেশি সহজ হবে। সন্তানের প্রতি তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ম। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মায়ের অনুভূতিটা অনেক বেশি প্রখর। কাজেই মহিলা যদি সুযোগ পান তাহলে সন্তানদের জন্য সেটা আরো বেশি সহায়ক হবে। আমি এটা বলছিনা যে, পুরুষদের বাদ দিতে হবে। মহিলারা যাতে পিছিয়ে না-যায়, নজরের বাইরে চলে না-যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি মহিলাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ তিনি সরাসরি তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন। আমরা যত তাড়াতাড়ি গ্রামে-গঞ্জে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে যেতে পারি ততই মঙ্গল। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে গরীব মহিলাদের হাতে পল-ীফোন দিয়ে তাঁদের হাতে রোজগারের একটা হাতিয়ার পৌঁছে দেয়া হয়েছে। সেটা শুধু রোজগারের হাতিয়ার না, শক্তিরও হাতিয়ার। তাঁর হাতে একটা টেলিফোন থাকলে তাঁর শক্তি এমনিতেই বৃদ্ধি পায়। তিনি যেকাউকে বলতে পারেন, আমি ইচ্ছা করলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারি। প্রযুক্তি তাঁকে সে ক্ষমতা এনে দিচ্ছে। যেকোন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি এখন যোগাযোগ করতে পারেন। নিজের বক্তব্য তিনি রাখতে পারেন। অভিযোগ থাকলে বলতে পারেন। নিজের প্রাপ্য তিনি আদায় করে নিতে পারেন।

আর যেটা সবচেয়ে বড় দরকার, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা। অতীতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। অতীতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গোঁড়ামী নিয়ে আমরা নারীকে ভিন্ন চোখে দেখছি। হেয় চোখে দেখছি। আমাদেরকে সেগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হচ্ছে যৌতুকের মাধ্যমে। নারী হওয়া যেন অপরাধ। তাঁকে বিয়ে দিতে গেলে যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সম্পদ দিয়ে মুড়িয়ে না-দিলে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছি না। এ সব দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ, মেলামেশা ইত্যাদি কু-সংস্কার থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

পড়শী ঃ গ্রামীণ ব্যাংক শুধু মাত্র ব্যাংকের কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়। বহুমুখী কার্যক্রমে বিস্তৃত। এই বিস্তারের উদ্দেশ্য কী একই ?

ডঃ ইউনুস ঃ গ্রামীণ "ব্যাংক" ঋণের উপর concentrate করেছে। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে বহু রকমের intervention এর দরকার হয়। তথ্য প্রযুক্তির কথা বলেছি। সে কারণে আমরা 'গ্রামীণ ফোন' সৃষ্টি করেছি। টেলিফোন লেডী সৃষ্টি করেছি। যাতে গ্রামে-গঞ্জে টেলিফোন ছড়ায়। তথ্য প্রযুক্তি আমাদের ওদিকে নিয়ে গেছে। এটা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, সব জায়গাতে বিদ্যুৎ নেই। যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সৌর শক্তি নিয়ে এসেছি। যেখানে বিদ্যুৎ

নেই সেখানে মোবাইল ফোনের ব্যাটারী চার্জ করার সমস্যার সমাধান পেলাম সৌর শক্তির মাধ্যমে। সৌর শক্তিকে প্রসার করার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান করলাম - 'গ্রামীণ শক্তি'। গ্রামীণ শক্তি গ্রামে-গঞ্জে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ে আসছে। তারা সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ঘরে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করছে। যেহেতু গ্রামে-গঞ্জে কোন প্রকার গ্রীড লাইন নেই, সেহেতু আমরা সৌর শক্তিকে ব্যবহার করে এটার প্রতিকার পেয়েছি। আমরা বাংলাদেশে wind power কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে বাতাসের গতি এমন নয় যে বায়ু কল ঘুরাতে পারে। এখনও এ ধরনের কম গতির বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি আবিষ্কার হয় নি। আমরা আরো অপেক্ষা করবো, এ প্রযুক্তি যেন আরো উন্নত হয় যাতে করে আমরা বাতাস থেকেও শক্তি যোগাড় করে নিতে পারি। তথ্য প্রযুক্তিকে প্রসারিত করার জন্য আমরা Grameen Software, Grameen Information Highway, Grameen IT park ইত্যাদি সৃষ্টি করেছি। সব ক'টার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তথ্য প্রযুক্তিকে আমরা কত তাড়াতাড়ি দরিদ্র মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পারি।

আমরা কৃষি ক্ষেত্রে গিয়েছি। কৃষির উন্নতি হলে গরীব মানুষেরও উন্নতি হবে। তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হবে। আয় বাড়বে। স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেজন্য আমরা গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান করেছি। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ জলায়তন আছে। প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। আমরা এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপাদন করতে পারি। সেজন্য সেগুলির সীমা আবিষ্কার করার জন্য, সেগুলোকে তুলে ধরার জন্য আমরা মাছের ভিতরে প্রবেশ করেছি। সেজন্য আমরা 'গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশান' প্রতিষ্ঠা করেছি।

জিমি কার্টার-এর সাথে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

তাঁতে তৈরী কাপড় বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্য। তাঁত শিল্প মরো মরো অবস্থার মধ্যে চলে গেছে। এটারও একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে। তাঁতীদের মতো এতবড় দক্ষ জনগোষ্ঠী আমাদের রয়েছে। আমাদের দেশের তাঁতীদের মত এত চমৎকার সুন্দর দক্ষতা নিয়ে এত বিশাল জনগোষ্ঠী দুনিয়ার আর কারো কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। অথচ শুধু মার্কেটিং-এর অভাবে, বাজারজাত করণের অভাবে এত সুন্দর একটি শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে। দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অভাবে থাকবেন, এটা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁতের কাপড়কে "গ্রামীণ চেক" নাম দিয়ে তাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি। বিদেশে রফতানী করার চেষ্টা করছি। "গ্রামীণ চেক"-কে দেশের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ চেকের কাপড় পরাটা বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এর মাধ্যমে নিজের জাতীয়তাকে প্রকাশ করার, জাতীয় গৌরবকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। এটা তারা খুব আনন্দসহকারে করছে। ঈদের সময়, যে কোন উৎসবের সময় সবাই খোঁজা-খুঁজি করে সংগ্রহ করে নিচ্ছে গ্রামীণ চেকের একটা জামা, গ্রামীণ চেকের একটা ফতুয়া, গ্রামীণ চেকের একটা শাড়ী। গ্রামীণ চেকের একটা সালোয়ার কামিজ যেন পরতে পারি। এই আগ্রহ দেখে আমাদের সাহস হয়েছে, উৎসাহ বেড়েছে। গ্রামীণ চেকেরও প্রসার হচ্ছে। এ রকম নানা কাজে আমরা জড়িত হয়েছি। আমরা মনে করছি এগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে সহায়ক হয়।

আমরা সম্প্রতি 'Grameen Mutual Fund' গঠণ করেছি। এটা মাস খানেকের মধ্যে শেয়ার বাজারে ছাড়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো গ্রামের মানুষ যাঁরা ছোট ছোট আয় করেন, ছোট ছোট সঞ্চয় করেন, তাঁরাও দেশের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নিতে পারেন। এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে তাঁরা এটা করতে পারবেন। গ্রামীণ মিউচুয়্যাল ফান্ডের শেয়ার কিনে তাঁরা এটা করতে পারবেন। গ্রামীণ মিউচুয়্যাল ফান্ড দেশে সম্ভাবনাময় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করবে। গরীব মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা ক্ষুদ্র হলেও অনেক ক্ষুদ্রের সমষ্টিতে সৃষ্টি হয় একটি বৃহৎ শক্তি। ক্ষীণ ধারাগুলি একত্র করে আমরা প্রবল স্রোত সৃষ্টি করতে চাই। বড় বড় করাখানার মালিক শুধু বড় লোকেরাই হবে এটা অমোঘ সত্য হিসেবে আমরা মেনে নিত চাই না। তাদের এই একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে আমরা নিজেদের সমর্পণ করে দিতে চাই না। এখানে গরীবের আধিপত্য আনতে চাই। তাঁদের কাছে বড় রকমের সুযোগ আনতে চাই। এটা সবার জন্য মঙ্গলজনক। যাঁরা শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে পুঁজি চাচ্ছেন তাঁদের জন্য পুঁজি সংগ্রহের একটা বিরাট দরজা খুলে যাবে। গরীব মানুষের জন্য সম্মিলিতভাবে বড় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

আমরা "গ্রামীণ শিক্ষা" নামে একটা প্রতিষ্ঠান করেছি। যে কেউ এতে এক হাজার ডলার জমা রাখলে তাঁর নিজের নামে বা প্রিয়জনের নামে তাঁর পছন্দ করা একটা স্কুলে বা কলেজে চিরকাল ব্যাপী একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বৃত্তি দেবার এবং তার ব্যস্থাপানার দায়িত্ব "গ্রামীণ শিক্ষা" নিচ্ছে। যাঁরা বিদেশে অর্থ উপার্জন করছেন তাঁদেরকে আহবান জানাচ্ছি এরকম বৃত্তি স্পন্সর করার জন্য।

পড়শী ঃ আপনার অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে আপনি কোন্ ধরনের এবং কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন ?

ডঃ ইউনুস ঃ যেকোন নতুন কাজ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এটাতে খুব বেশি আমাদের মন খারাপ হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বাধাগুলো প্রবলতর হয়েছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা অন্যায়। এদ্দিনে মানুষের বুঝে যাওয়ার কথা ছিল। যে জায়গা থেকে আমরা সমর্থন পাবো বলে মনে করেছিলাম, সে জায়গা থেকে সমর্থন আসতে দেরী হয়েছে। সেজন্য মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু বাধার জন্য মন খারাপ হয় নি। বাধা থাকবে। বাধাকে অতিক্রম করার মধ্যেই যেকোন কাজের সফলতা। আমরা আনন্দিত এ জন্য

যে, আজকে বাংলাদেশে সবার কাছে আমাদের কাজ একটা সমর্থিত বিষয়। সবাই এটা সমর্থন করেন। যদিও ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য প্রথম দিকে অনেকে মহিলাদের ঋণ দেয়াটাকে পছন্দ করেন নাই। তাঁরাও আজকে এটাকে সমর্থন করছেন। যাঁরা সমর্থন করেন না তাদের সংখ্যা অতি অল্প। আমাদের কর্মকান্ডকে সমর্থন করেন না, এমন কেউ সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। যাঁরা সমর্থন করছেন না, তাঁদের আইডিওলজিক্যাল কোন সমস্যা থাকতে পারে। তাঁরা এটাকে আইডিওলজির দিক থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তবে সেটাও কমে যাচ্ছে। তাঁরা মনে করে যে গরীব মানুষকে টাকা দিলে টাকা খেয়ে ফেলবে, খরচ করে ফেলবে, ফেরৎ দিতে পারবেন না - এগুলো মনে মনে কল্পনা করে আমাদের বাধা দেন। অনেকে মনে করেন আমরা গরীবের উপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি। যাঁরা এটাকে ঋণের "বোঝা" মনে করেন তারা আসলে বুঝেন না। আমরা মানুষের হাতে পুঁজির "হাতিয়ার" তুলে দিচ্ছি এটা তাঁরা বুঝতে পারেন না। যাঁরা ঋণের বোঝা মনে করছেন তাঁরা মনে করেন এ টাকা দিয়ে গরীব মানুষ ভাত খায়, দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটায়। টাকা শোধ করতে গিয়ে তিনি কিছু বিক্রি করে দেন। ঋণ বললেই তারা কাবুলিওয়ালার কথা স্মরণ করেন। কাবুলিওয়ালার ঋণ আর গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ এক জিনিস না। আমি ঠেকায় পড়ে গেছি, খেতে পারছি না, ঔষধ কিনতে পারছি না, মেয়ে বিয়ে দিতে পারছি না - তখন মানুষ কাবুলিওয়ালার কাছে যায়। ঐ টাকা দিয়ে আয়-রোজগারের কাজ করা সহজ হতো না। গ্রামীণ ব্যাংক শুধু আয়-রোজগারের জন্য টাকা দেয়। এটা হলো পুঁজি। দু'টোর মধ্যে বিশাল তফাৎ। পুঁজিপাট্টা নেই বলে গরীব মানুষ গরীব থেকে যায়। দিনমজুর হয়। ফাই-ফরমাস খেটে দিন চালায়। পুঁজির ভিৎ রচনা করতে পারলে, ঐ ভিতের উপর দাঁড়াতে পারলে গরীবের অর্থনৈতিক উচ্চতা অনেক বেড়ে যায়। উৎপাদনের ক্ষমতা খুঁজে পায়। আমরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুঁজি সরবরাহ দিচ্ছি। এটাকে ক্ষুদ্রঋণ না বলে, ক্ষুদ্র পুঁজি বললে কথাটা আরো পরিস্কার হতো। তাঁরা সে কথাটা বুঝতে চান না। হয়তো তাঁরা বুঝতে পারেন না। এটা বুঝাবুঝির ভুল। যারা বিরোধিতা করছেন তাঁরা দূরে বসে কল্পনার মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করার চেষ্টা করছেন বলে এমনটি হচ্ছে। তাঁরা যদি আমাদের সাথে চলাফেরা করতেন - আমাদের কাজ কর্মগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতেন তাহলে বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যেতো। তাঁরা কল্পনার উপর নির্ভর করেন বলে দূরত্বটা এত বেশি। গ্রামীণ ব্যাংক গরীবের মালিকানায় গরীবদের একটা ব্যাংক, মালিকরাই চান না ব্যাংকের সুদের হার কমুক - কারণ তাতে তাঁদের সঞ্চয়ের উপর সুদ কমে যাবে। তাঁদের কাছে গ্রামীণ ব্যাংকের এই মুহূর্তে ঋণের পাওনা টাকা আছে দু'হাজার কোটি টাকা অথচ গ্রামীণ ব্যাংকে তাঁদের দেড় হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় জমা আছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের সুদের হার বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মধ্যে নিম্নতম সুদের হার। সব কথা জানা থাকলে যাঁরা এখন আমাদের প্রতি বিরূপ তাঁরা আমাদের বড় সমর্থক হতেন।

হিলারী ক্লিন্টন-এর সাথে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

পড়শী ঃ বিশ্বের আর কোন্ কোন্ দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের মডেলকে ব্যবহার করছে ?

ডঃ ইউনুস ঃ বিশ্বের ১০০ টির বেশি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে কাজ কর্ম হচ্ছে। উলে-খযোগ্য যত দেশ আছে বড় দেশ, ছোট দেশ, সব দেশেই আছে। তার মধ্যে এশিয়ার দেশ, আফ্রিকার দেশ, ল্যাটিন আমেরিকার দেশও আছে। ধনী দেশগুলোতেও গ্রামীণ ব্যাংকের চর্চা শুরু হয়ে গেছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্টে, কানাডাতে, মেক্সিকোতে এটা চলছে। ইউরোপের নানা দেশে যুক্তরাজ্যে, নরওয়েতে, স্পেনে, ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে, কসোভো, বসনিয়া, পোল্যান্ড, তুরস্কে চলছে। এরকম বহু দেশে এটার কার্যক্রম চলছে।

পুঁজিবাদী দেশে যেমন এটা চলছে কমিউনিস্ট দেশেও সেটা সমান আগ্রহ নিয়ে হচ্ছে। চীনেও হচ্ছে, কিউবাতেও হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও হচ্ছে। সমান উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হচ্ছে। কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রের যেমন উৎসাহ, ভেনেজুয়েলার উগো শাভেজের এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ফক্সেরও সে রকম উৎসাহ। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলারও সমান উৎসাহ। কাজেই সব দিক থেকে এটা সকল মতাদর্শের ঊর্ধ্বের একটা বিষয়। সব আইডিওলজি এটাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এটা এমন জিনিস - এমন অতি প্রয়োজনীয় জিনিস যে এটা সহজে আইডিওলজিকে ছেদ করে তার উপর উঠে গেছে।

পড়শী ঃ আপনি বাংলাদেশের অহংকার। দেশ-বিদেশে বিরল সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। অর্থনীতিতে আপনি নোবেল পাচ্ছেন, প্রতিবারই এ সংবাদ পাই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

ডঃ ইউনুস ঃ এ সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নাই। এটা হচ্ছে নোবেল কমিটির বিষয়। তারা যখন যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে সেটা দেন। পৃথিবীতে বহু উপযুক্ত লোক আছে। তার মধ্যে থেকে খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। তাঁরা তাঁদের কাজ করে যাচ্ছেন, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি।

পড়শী ঃ মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কীভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের মডেলকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন ?

ডঃ ইউনুস ঃ বিল ক্লিনটন যখন আরকানস' রাজ্যের গভর্ণর ছিলেন তখন তিনি আমাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আমাকে তাঁর রাজ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁর রাজ্যে এটার প্রচলন করতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন এবং চাইছিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁকে যেন আমি পরামর্শ দেই। আমি গিয়েছিলাম ১৯৮৬ সালে। তখন তাঁর

স্ত্রী হিলারী ক্লিনটন এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেছি। সব কথা শুনে তাঁরা খুব উৎসাহী হয়ে পড়লেন। এ উৎসাহের কারণে তাঁরা সেখানে একটি গ্রামীণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। সেটার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়ার কাজ আরকানস'-তে শুরু হয়। তিনি এটাকে শুধু একটা প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, এটাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন তখন তাঁর নির্বাচনী প্রচারনায় সব সময় বলেছেন, আমি যদি নির্বাচিত হই তবে আমেরিকার সকল ইনারসিটিতে আমি গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করবো। এটা নিয়ে তখনকার পত্রপত্রিকায় অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতে থাকলো এটা কি জিনিস, কোথা থেকে এলো। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ সেখানে এটা সফল হয়েছে বলে এখানেও হতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। উনি সব কটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও এটার সমর্থনে অনেক কাজ করেছেন। এটার দর্শনটাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী My Life এ এটার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তার কাছে বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়েও সবিস্তারে এসম্বন্ধে বলেছেন। এখনো তিনি যখন কোথাও বক্তৃতা করেন তার বক্তৃতার একটি অংশে গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। গ্রামীণ ব্যাংক তাঁর কাছে একটা বিশেষ দর্শনের প্রতীক। এ দর্শনটিকে তিনি সমর্থন করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

পড়শী ঃ সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকে জঘন্য গ্রেনেড হামলার ঘটনা সারা দেশবাসীকে হতবাক করেছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ?

ডঃ ইউনুস ঃ এ ব্যাপারে আমি পত্রপত্রিকাতেও বলেছি। আসলে বোমা হামলা গ্রামীণ ব্যাংকের উপরে হয় নি। গ্রামীণ ব্যাংককে উদ্দেশ্য করে এ হামলা করা হয় নি। যারা হামলা করেছে তাদের লক্ষ্য ছিল অন্য কিছু। এটা পরিস্কার। তারা গ্রামীণ ব্যাংককে টার্গেট করেছে এজন্য যে, এখানে বোমা মারলে ঘটনাটি সারা দুনিয়ার দৃষ্টিতে আসবে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রচারমূল্য বিবেচনা করেই তারা গ্রামীণ ব্যাংককে টার্গেট করেছে। গ্রামীণ ব্যাংককে আঘাত করার জন্য বা তাকে হেয় করার জন্য এটা করা হয় নি। এই হামলা দেশের রাজনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে জড়িত বিষয়।

পড়শী ঃ আপনি সব সময়েই প্রবাসীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তাদেরকে নিয়ে দেশের জন্য কাজ করেছেন যেমন আপনার যুগান্তকারী গ্রামীণ ফোন প্রকল্প। দেশের জন্য কিছু করার প্রচন্ডভাবে আগ্রহী অথচ বিদেশের মাটিতে বসবাসকারী এই সুপ্ত প্রতিভাদের কাজে লাগানোর জন্য আপনার কি কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা আছে?

ডঃ ইউনুস ঃ আমি যেটা বারে বারে উলে-খ করি, এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে দেশের ভেতরে এবং বাইরে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেশ এবং বিদেশের মধ্যে যে দূরত্ব তা এখন ঘুচে গেছে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে দৈনন্দিনভাবে পরস্পরের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা সম্ভব। প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিদেশে অবস্থান করেও আমাদের সাথে কাজ করতে পারেন। তারা টেলিফোনে, ইন্টারনেটে নানা বিষয়ে আমাদেরকে পরামর্শ দিতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে টেক্নোলজি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে অনেকে আমাদেরকে লেখেন। আমরা সেটা থেকে উপকৃত হই। অনেকে নানা ধরণের প্রজেক্ট নিয়ে ফিরে আসেন দেশে। তারা অনেক সময় আমাদেরকে প্রস্তাব দেন ঃ আমরা এই প্রজেক্ট করতে চাই। আপনারা যদি এখানে শরিক হন তাহলে আমরা খুব খুশী হবো। আমরা সেগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলাপ করি, মত বিনিময় করি। তাদেরকে উৎসাহিত করি।

ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সে জন্য উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। এই যোগাযোগ ব্যক্তিগতভাবে আবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী আমেরিকান প্রতিষ্ঠিত একটি সফ্ট্ওয়্যার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামীণ সফ্ট্ওয়্যারের যৌথ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ সফ্ট্ওয়্যারের একটা অফিস আমেরিকার টেক্সাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - যাতে করে আমেরিকা থেকে কাজ সংগ্রহ করে বাংলাদেশে আউটসোর্সিং করাতে পারে। এটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আউটসোর্সিং এর কাজগুলো আমরা আমাদের দেশে নিয়ে আসতে পারি। এই একটা কাজ আমার মনে হয় বাংলাদেশীরা যে যেখানে আছেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানিকভাবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে করতে পারেন। এরকম অন্যান্য দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গেও আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। সম্পর্ক করতে পারলে আমরা খুশী হবো। এরকম আরো বহু বিষয়ে কাজ করা যেতে পারে। যেমনঃ গরীব ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা (শিক্ষাবৃত্তি স্পন্সর করার কথা আগে বলেছি), স্বাস্থ্যের বিষয়ে কাজ হতে পারে। আরো নানা রকম চিন্তাভাবনার সুযোগ আছে। এগুলো আমরা করতে পারি।

পড়শী ঃ সূতী গ্রামীণ চেক আমাদের দেশের একটি গর্ব করার মতো শিল্প। বাংলাদেশে এর জনপ্রিয়তা যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে বিদেশে। বিভিন্ন বিদেশী গার্মেন্টস-এর কাছে না বিক্রি করে সারা পৃথিবীতে গ্রামীণ-এর নিজস্ব চেইন স্টোর-এর মাধ্যমে সরাসরি বিক্রির কথা কি আপনি ভেবেছেন ?

ডঃ ইউনুস ঃ আমরা এখন গ্রামীণ চেক দেশের ভেতর বিক্রি করছি, বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে, ডিলারশীপ দিয়ে। গার্মেন্টসের মাধ্যমে বিদেশেও বিক্রি করছি। আমরা গার্মেন্টসের মাধ্যমে বিক্রির বিষয়টিকে খাটো করে দেখছি না। কারণ, এটা যতই বিদেশে যাবে বাংলাদেশের তাঁতীদের জন্য ততই কাজের ব্যবস্থা হবে। ন্যায্যমূল্য পাবার এবং আয় বৃদ্ধি করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে। কাজেই এটাকে আমরা গুরুত্ব দেবো। কেউ যদি গ্রামীণ চেকের সামগ্রী বিদেশে বিক্রি করার জন্য দোকান দিতে চান, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে গ্রামীণ চেকের উপহার সামগ্রী কিনে বিদেশে বিক্রি করতে চান আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে তাদেরকে সেগুলো

সরবরাহ দিতে পারবো। অনেক প্রবাসী দেশ থেকে ফেরার সময় বন্ধুদের জন্য গ্রামীণ চেকের জামা-কাপড় নিয়ে যান। কেউ যদি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ চেকের কোন ব্যবসায় পরিচালনা করতে চান তাহলে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো। কেউ নিজস্ব দোকানে বিক্রি করতে পারেন। আবার কেউ দোকান না-দিয়েও বিক্রি করতে পারেন। গ্রামীণ চেকের প্রসারে আমরা সবাই ভূমিকা রাখতে পারি। কারণ গ্রামীণ চেক যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপনন করা হচ্ছে সেটি একটি 'নন-প্রফিট্' কোম্পানী। কাজেই যেটাই আমরা করি না-কেন এই মুনাফা নিয়ে কেউ বড়লোক হতে চাচ্ছে না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো তাঁতীদের কাজ পাইয়ে দেয়া। তাঁদেরকে অফুরন্ত কাজের সুযোগ করে দেয়া। তাঁরা যাতে একটা ভাল রোজগার করতে পারেন সে ব্যবস্থা করা। তাঁদের কাজের মূল্যায়ন যেন হয়। তাঁরা যেন এমন পরিমাণ মজুরী অর্জন করতে পারেন, যাতে তাঁরা সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর জীবন গড়ে দিতে পারেন। গ্রামীণ চেকের প্রতি মানুষের যে সমর্থনটা এসেছে সে সমর্থনটাকে আমরা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাই। গ্রামীণ চেকের জনপ্রিয়তাকে আরো সম্প্রসারিত করতে চাই। যারা বিদেশে অবস্থান করছেন তারা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আমাদেরকে সহায়তা দিতে পারেন। কিছু আইডিয়াও দিতে পারেন। গ্রামীণ চেকের আরো কী ধরনের আইটেম বা ডিজাইন আমরা করতে পারি যেটা তাঁদের জন্য কাজে লাগবে।

পড়শী ঃ আপনার প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধাও যেমন দাবীও তেমন। আপনার বক্তব্যে নতুন প্রজন্ম খুঁজে পায় সামান্য হলেও সান্তনা। এই নতুন প্রজন্মের জন্য আপনার কি কোন বক্তব্য আছে?

প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন-এর সাথে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস

ডঃ ইউনুস ঃ হ্যাঁ, বক্তব্য আছে। এটা হলো এরকম যে, গ্রামীণ ব্যাংকে আমরা এখন ১৩ হাজার স্টাফ কাজ করি। তার মধ্যে বেশীর ভাগই হলো বয়সে অত্যন্ত তরুণ। এরা ২৫/৩০ বছরের তরুণ। প্রচন্ড উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করছে এখানে। এই তরুণদের অফুরন্ত কাজ করার ক্ষমতা এবং কমিট্‌মেন্টের তীব্রতা - এটা আমি গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীদের মধ্যে দেখি। যেখানে আমরা দেখি দেশের মধ্যে দুর্নীতির প্রবল আগ্রাসন, সেখানে তারা গ্রামীণ ব্যাংককে দুর্নীতিমুক্ত রেখে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক কালিমামুক্তভাবে, মাথা উঁচু রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা মানুষের মনে দারুন উৎসাহের সৃষ্টি করে। এতে তারাও আনন্দ পায়, আমরাও আনন্দ পাই। এই নতুন প্রজন্ম যদি তাদের কাজকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে এবং সেটাকে ধরে রাখে তাহলে বাংলাদেশের আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষের বয়স ২২ বছরের কম। এই ২২ বছরের কম বয়েসী যারা আছে তাদের ভবিষ্যতের দিকে পৌঁছার রাস্তা যদি আমরা বাত্‌লে দিতে পারি, তাদের কাছে যদি এটিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি, আমরা যদি তার চলার পথের পরিবেশটা সৃষ্টি করে দিতে পারি, তাদেরকে বিপথে না-নিয়ে যাই, ঠিকই তারা সেপথে দেশকে নিয়ে যাবে। সেই শক্তি তাদের আছে। কথা হলো কী কাজটি করতে হবে সেটি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তারা যাতে মনে করে যে হ্যাঁ এটা একটা ন্যায্য কথা। যদি সেরকম অনুভব করতে পারে তবে সেটা তারা মনে প্রাণে করবে। যদি তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, এর মধ্যে কোন রকম বুজরকী নেই, কোন চালাকী বা চতুরতা নেই তাহলেই সেটা তারা করবে।

তারা এখন যে রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে পড়ে গেছে সেই কোলাহলের মধ্যে ভবিষ্যতের কোন কথাবার্তা নেই। আছে শুধু অতীতের কথা। কাজেই তারা এখন কিছুটা দিশেহারা হয়ে গেছে। এই দিশেহারা হয়ে যাওয়াটা আমাদের জন্য খুব ভয়ংকর। আমরা দিশেহারা জাতি হতে চাই না। আমাদের পরিস্কার দিশা আছে। আমরা জানি কোথায় যেতে হবে। আমাদের গন্তব্য ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। সেই গন্তব্যের সঙ্গে তরুণদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাহলে তারা অর্থাৎ ৭ কোটি মানুষ, যাদের বয়স ২২ বছরের নীচে, তারা ঠিকই আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে। আমরা সবাই মিলে যদি সকল কথার মধ্যে আমাদের গন্তব্যের কথাটি পরিচ্ছন্নভাবে একবাক্যে, একস্বরে বলতে থাকি তাহলে তারা বুঝে যাবে যে এটাই আমাদের পথ। তাহলে সে পথেই তারা অগ্রসর হবে।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যে অন্য কোন দেশের ছেলেমেয়েদের মোকাবিলায় কোন অংশে কম নয় সেটা বাংলাদেশের তরুণ যারা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা তা প্রমাণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা এবং ইউরোপের হেন দেশ নেই যেখানে গিয়ে তারা পৌঁছে নি। তারা সেইসব দেশের ভাষা শিখেছে। সেখানে তারা সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কর্মীরা যে কোন রীতিনীতি, ভাষা, পেশা রপ্ত করতে পারে সেটার প্রমাণ তারা দিয়েছে। দেশে যারা আছে, তাদেরও সেই সৃজনশীলতা আছে। তারাও তাদের পথ তৈরি করে নিতে পারে। প্রবাসী তরুণদের কাছে অনুরোধ, বিদেশে গিয়েও তোমরা দেশের মত সংঘাতময় রাজনীতির চক্করে পড়ে যেও না। নিজেদেরকে ভিভক্ত করে ফেলবে না। তোমরা ঐক্যবদ্ধ থেকো দেশের মানুষকে দেখাও যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি।

দেশের তরুণদের বলবো - তোমরা কারো পথনির্দেশের জন্য অপেক্ষা করো না। তোমাদের বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনা বয়স্কদের চাইতে কম নয়। তোমরা তোমাদের স্বপ্নের মত করে দেশকে গড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তোমাদের অভিজ্ঞতার অভাব, তোমাদের কর্মক্ষমতা এবং মনের প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পূরণ করে নিতে পারবে। তোমাদের জয় হবেই। ❐

সাক্ষাৎকার গ্রহণেঃ

সাইফুল-াহ মাহমুদ দুলাল (ঢাকা)
আজাদুল হক (হিউস্টন)

২৫ মার্চ ২০০৫